(ছ) সরবরাহকৃত পণ্যের কাঁচামাল কোন অবস্থাতেই ৩ (তিন) মাসের বেশি সময়ের জন্য অসমন্বিত অবস্থায় রাখা যাবে না। ৩ (তিন) মাসের মধ্যেই ইন-ল্যান্ড ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র খুলে এবং ইউপি গ্রহণ করে অবশ্যই কাঁচামালের সমন্বয় সাধন করতে হবে। পণ্য চালানসমূহের মূল্য নির্বিশেষে এই বিধান কার্যকর হবে।

২২। জারিকৃত ইউপির শর্ত মোতাবেক ইউপি জারির ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে প্রসিডস রিয়ালাইজেশন সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। যেক্ষেত্রে উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত সার্টিফিকেট জমা দিতে ব্যর্থ হবে- সেক্ষেত্রে তা না পাওয়া কারণ ও উহা সম্ভাব্য কত দিনের মধ্যে দিতে পারবে-উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের যথাযথ কর্তৃপক্ষ হতে ব্যাখ্যা পত্র দাখিল করতে হবে।

২৩। নতুন বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের ক্ষেত্রে ডেডো কর্তৃক নির্ধারিত উপকরণ উৎপাদন সহগ (Input-output coefficient) দাখিলের পূর্বে আমদানিকৃত কাঁচামাল ইন-টু-বন্ড করা বা ইউপি ইস্যু করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, ডেডো কর্তৃক যে কোন একটি পণ্যের জন্য নির্ধারিত সহগ সেই একই পণ্য উৎপাদনকারী সকল বন্ডারের জন্য গ্রহণ করা হবে।

২৪। সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় খালাসকৃত কাঁচামাল রপ্তানি এবং তদ্‌বিপরীতে লিয়েন ব্যাংক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ এবং কোন ক্ষেত্রে আমদানিকৃত কাঁচামাল বা তৈরি পণ্য অরপ্তানিকৃত থেকে গেলে (স্টক লট) তার পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্যাদি উক্ত ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রতি তিন মাস অন্তর পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলসির বিপরীতে প্রদর্শন করে একটি বিবরণী কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং অথরিটি) এর নিকট প্রেরণ করবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে বিবরণী না পাওয়া গেলে কমিশনার অব কাস্টম (বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং অথরিটি) যথাবিহীত ব্যবস্থাগ্রহণ করবেন।

২৫। সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের (পোশাক শিল্প ব্যতীত) বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের বৈধতার মেয়াদ ইস্যুর/নবায়নের তারিখ থেকে ১(এক) বছর হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে কমিশনার মেয়াদ কম (আদেশে এ জন্য যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে হবে) ধার্য্য করতে পারবেন।

২৬। বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং অথরিটি তার আওতাধীন বন্ড অফিসারদের "কর্মবণ্টন তালিকা" এবং কমিশনার কর্তৃক তাদের সত্যায়িত স্বাক্ষর, দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ উল্লেখপূর্বক দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে ফ্যাক্সযোগে এবং ডাকযোগে প্রত্যেক কাস্টম হাউস/স্টেশন বরাবর প্রেরণ করবে।

২৭। এই আদেশ জারি থেকে ছয় মাসের মধ্যে সকল বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স, এ আদেশের আলোকে সংশোধন করতে হবে। এই আদেশ প্রাপ্তির সাথে সাথে কমিশনারগণ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের লাইসেন্সসমূহ সংশোধনের মাসওয়ারী প্রোগ্রাম তৈরি করে বোর্ডে প্রেরণ করবেন এবং তদনুসারে ছয় মাসের মধ্যে সংশোধন সম্পাদন করে বোর্ডে বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

২৮। এই আদেশ জারির পূর্বে ইস্যুকৃত আমদানি ঋণপত্রের মাধ্যমে আমদানিকৃত কাঁচামালের ক্ষেত্রে কাঁচামাল ব্যবহারের মেশিন আছে কিনা, উৎপাদন ক্ষমতা, সর্বোচ্চ এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটি এবং রপ্তানিতব্য পণ্য তৈরিতে কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করার পর পরীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইন-টু-বন্ড ও ইউপি ইস্যু করা যাবে।

২৯। এই আদেশের আলোকে কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটসমূহ তাদের বলবৎ স্থায়ী/অফিস আদেশ সংশোধন করবে।

৩০। এই আদেশের অনুচ্ছেদ ১৮ এর বিধান ১লা জানুয়ারী, ২০০১ থেকে কার্য্যকর হবে।

৩১। এই আদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-২(১)শুল্ক-রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/৯৩১-৯৪২, তারিখ ১৭.০৭.২০০০ এর মাধ্যমে জারিকৃত "অফিস আদেশ" ও ইহার সংশোধনী নথি নং-২(১) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৭ তারিখ ২৮.৮.২০০০ইং বাতিল বলে গণ্য হবে।

(মো: মুজিবুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

ছক

..... তারিখে ইন-টু-বন্ড পদ্ধতিতে রিক্স বন্ডের বিপরীতে ..... অধিক্ষেত্রে অবস্থিত বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধ গুদামে প্রেরিত আমদানি চালানের বিবরণী

ক্র. নং	বন্ডারের নাম ও ঠিকানা	বন্ড নং	তারিখ	বি/ই নং	তারিখ	পণ্যের বিবরণ (যথার্থ স্পেসিফিকেশনস/ গ্রেড/গ্রাম ইত্যাদিসহ	পরিমাণ	শুল্কায়নযোগ্য মূল্য	শুল্ক করের পরিমাণ

উৎস: মূল কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা

তারিখ: ১লা নভেম্বর, ২০০০

১(৬)শু: ড: প্র:-২/৯১।- রাজস্ব বোর্ডের অধীনস্থ শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট প্রশাসনের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে বন্ড কমিশনারেট নামে একটি নতুন কমিশনারেট গঠিত হইয়াছে। উক্ত কমিশনারেট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শতভাগ রপ্তানিমুখী ও অন্যান্য যাবতীয় বন্ড কেন্দ্রীয়ভাবে তদারকী করিবে। নব গঠিত বন্ড কমিশনারেটের অধিক্ষেত্র হইবে সমগ্র বাংলাদেশ।

০২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

[মো: ওয়াজি উল্লাহ]
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক প্রশাসন-২)

উৎস: শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭, ভলিউম-২: পৃ.৪১।